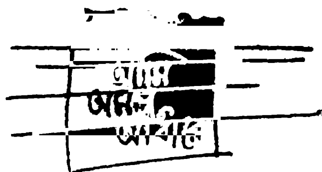
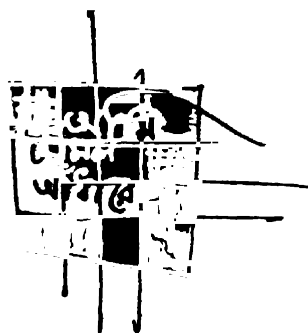
বৈশাখ ২৫/১৩৫৭ঃ প্রথম প্রকাশ



নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত : প্রকাশক
সাহিত্য : ১৮ পদ্মপুকুর রোড কলকাতা ২০
সুনীলাক্ষ চৌধুরী : মুদ্রক
মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস
প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা ১৩

মলয়শংকর দাশগুপ্ত : প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ও অংগসজ্জা



সাহিত্য 

১৮ পদ্মপুকুর রোড কলকাতা ২০

জন্মদিন মাঝখানে পথের উপর/৯
১০/হে অন্ধকার
স্বপ্নার্ত/১১
১২/অস্তগামী চাঁদ
এবং পাতালে/১৩
১৪/মানুষিক
ক্ষমা করো/১৫

সূচিপত্র

১৬/একটি জোনাকির মৃত্যু
আর একটি ভোর হলে/১৭
১৮/অমোঘ কুয়াশা
ভালোবাসা/১৯
২০/অশান্তি
অন্ধকারে/২১
২২/সব কিছু গভীর ইন্দ্রিয়ে
নীড়ে আমি নারী/২৩
২৪/নির্বেদ

ঐ পাহাড়ে/২৫
২৬/পূর্ণিমা
এখন পায়ের নীচে/২৭
২৮/কুয়াশার বিশাল শরীর
আরেক আঁধারে/২৯
৩০/কার চোখ যেন
পাতারা কোথায় যায়/৩১
৩২/কিছু যদি জানতাম
সেই গোলাপ/৩৩
৩৪/তোমার মুখ
এখন রাত/৩৫
৩৬/চিন্তার আড়ালে
যন্ত্রণার ওপারে/৩৭
৩৮/জানিনা ভালোবাসা
মুখের আড়ালে/৩৯
৪০/কেউ তো নেই
সেই সব ক্ষতগুলি/৪১
৪২/যদি ফোটে রক্ত কুসুম
ব্যর্থ/৪৩
৪৪/হাওয়ার বিকেলে
সায়াহ্ন/৪৫
৪৬/আমি অমল আঁধারে
সারারাত জলের আওয়াজ/৪৭
৪৮/কে যে আমায়

বাবা ও মা-কে
আজীবন শ্রদ্ধার স্মৃতি ॥

[redacted]

by

Manujesh Mitra

জন্মদিন : মাঝখানে পথের উপর

কারা সব ভিড় করে মাঝখানে পথের উপর;
প্রাচীন পাথর যেন,
যাবে কি যাবে না ওরা।
এখনি তো গর্ভিনী গোধূলি
সহসা প্রসব করবে মৃত অন্ধকার।
রাজা মন্ত্রী বিদূষক প্রজা
সকলেই বিধূনিত কি উত্তেজনায়,
বিশিষ্ট মিষ্টতা দিয়ে সম্ভাষিত, তবু
প্রত্যেকে হৃদয়ে রাখে তীক্ষ্ণায়িত অস্ত্রের আশ্বাস,
যেন কোনো ক্লান্তি নেই প্রভূত ভ্রমণে
অতএব স্বাধিকার রাখো প্রতিযোগে।

শব্দবদ্ধ জমাট জটলা :
আমিও হেঁটেছি বহু পথ,
অনেক হেঁটেছি আমি ধূসরিত ক্লান্তিকে এড়িয়ে,
কি করে এড়াবো এই স্তম্ভিত স্তব্ধতা,
এই গাঢ় অনড়তা, অনড় মূঢ়তা।
তবে অন্য পথে যাবো—
কেননা নন্দিত সেই আলোক-মন্দিরে
আমি যাবো।

আমি যাবো—
নির্জন আমাকে কোনো তস্কর কুয়াশা
অতর্কিতে অপহৃত ক'রে নিয়ে যাবেনাতো পথে।

হে অন্ধকার

দেয়ালে নাচছে, ছায়ারা নাচছে, শান্তি নেই,
বরং দেয়াল ভাঙলেই বুঝি ভালো হতো।
সমস্তদিন খুঁটিনাটি সব কাজ করেই
অনেকটা পথ অনেক ক্লান্তি সেই মতো।

বুড়ো অশথেরও প্রাণ আছে, সেও রোজ কাঁদে।
সারাদিন ধরে রোদ মরে মরে অন্ধকার,
শীর্ণ-পাঁজর শিকড়গুলোতে কি যে বাঁধে—
সকাল হয়েছে ? সকাল ?......আকাশ নির্বিকার.

চরিত্রহীন সেই যাদুকর থাকে কোথায় ?
তারারা জ্বলছে, তারারা নিভছে। শুকতারা,
তুমিও তাহলে চলে যাও আজ নেই উপায়।
দেয়ালে নাচছে, এখনো নাচছে সে ছায়ারা।

বুড়ো অশথটা মরে গেল বুঝি; শব্দ নেই—
আলো মরে গেছে, তারারা নিভছে, শুকতারা-ও।
সময় ভাসছে, সময় ডুবছে সমুদ্রেই......
হে অন্ধকার, ছায়ার নৃত্য থামিয়ে দাও।

স্বপ্নার্ত

সে আর স্বপ্ন দেখতে চায় না, স্বপ্ন
আত্মীয় বাঁশির সুরে ডেকে নিয়ে যায় কোনোখানে,
পৃথিবীকে স্বর্গ করে।
নির্বোধও হতে পারতো কিংবা এক প্রকৃষ্ট উন্মাদ,
ঘুমের কবোষ্ণ গর্তে,
কিছুটা নারীর মাংসে, কিছু পৃথিবীতে;
অথবা আলোয় কিংবা অন্ধকারে, আলো-অন্ধকারে—
মসৃণ দর্পণে এক বিকৃত সে মুখ দেখে দেখে
উচ্চস্বরে গান গাইতো দুরূহ শূন্যের,
আলো আর অন্ধকারে।

এই পথ দিয়ে তবু যেতে হবে আসতে হবে আর,
সূর্যের বিরক্তি নিয়ে, রাত্রির ছলনা।
কালও পৃথিবী ঘুরবে, পরশুও, পরদিনও, রোজ—
সময়ের বিশ্বস্ত ভূমিতে।

না আর স্বপ্ন দেখতে চায় না সেই নিরুদ্ধ নায়ক,
কারণ সে মনে মনে জানে
সে শুধু স্বপ্নের ক্রীড়নক।

অস্তগামী চাঁদ

সন্দেহের অবকাশ নেই।

তুমি চাঁদ হাসো কাঁদো একই কথা,
আকাশের এই
ধূসর সীমান্তটুকু অরক্ষিত থাক
প্রান্তিক প্রহরে।

পৃথিবীর অন্ধকার ঘরে
তারও দুটি চোখ জ্বলেছিল।
তবু কতক্ষণ!
কতো নীচ সময়ের মন।

বুক তার আকাশ যে
সেওতো জানতো না
নক্ষত্রের আলোকের কণা
পেয়ে বুঝি ভেবেছিল আঁধারের সূর্য এরা হবে
ভয় কিবা তবে।

কিন্তু হাওয়া এসে শুধু তার কানে কানে
বলেছে এমনি হয়, এর কোনো মানে
জেনো না, চেয়ো না তুমি
শুধু মেনে নিও,
মানতে হয়েছে তাকে চায় নি যদিও।
সকরুণ ক্ষুব্ধতায় তার
হাসি-কান্না সব একাকার।

অস্তগামী চাঁদ
সহসা অদৃশ্য হয় আকাশের পারে—
ঢাকে সব পুরু অন্ধকারে।

বরং পাতালে

বরং পাতালে চলো যাই।
যতই থাক না কেন মৃত্যুদের সান্ত্বনার হাত
জীবনেরা ঢের বড়ো, সূর্যকেও তাই
জানাও অসংখ্য প্রণিপাত।

এই তো সময় এ রাত্রির দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে
অন্ধকারে নেমে যাই, অন্ধকারে নিস্পৃহ সময়,
অসংখ্য বিষাক্ত প্রেত সেখানে রয়েছে সব ছেয়ে
জেনো তারা কুরে খাবে সবটুকু অমূল্য হৃদয়।

হৃদয় হোক না ভুক্ত, হৃৎপিণ্ড চলবে তবু ঠিক
তাই নিয়ে বেঁচে থাকবো মৈথুন ও আহার-বিহারে,
যোগ্য প্রতিবেশী হবো আমরাও নির্ভীক,
নিশ্চিন্ত প্রহর কাটবে গাঢ়, গাঢ়তর অন্ধকারে।

আকাশ অনেক তীব্র, সেই তীব্রতায়
কঙ্কাল প্রকট হবে। তার চেয়ে এই
নীরেট মাংসল দেহে রাত্রির ছায়ায়
বরং বাঁধি না ঘর অন্ধ পাতালেই।

আনুষিক

মৃত্যুর মতো লোকটা এগিয়ে যাচ্ছে সেদিকে—
অমোঘ-যাত্রা।
ছিঁড়বে না জানে কোনো দিন তার ভাগ্যের শিকে,
বক্র হবে না কঠিন মাত্রা।
পৃথিবীর নুড়ি নিয়ে শুধু ছেলেখেলা করে কবে
কি হবে, কি হবে।
হঠাৎ কখন প্রচণ্ড ঝড়ে
গুঁড়ো গুঁড়ো হবে।
তাইতো লোকটা নগ্ন, মগ্ন অন্ধকারেতে
সব ফেলে দিয়ে :
তবু যে হঠাৎ পথে যেতে যেতে
কে থামায় তাকে কি গান শুনিয়ে—
ছোট্ট একটি কুলুকুলু নদী, সুর-ঝরি নদী।
থেমেছে লোকটা সেই গান শুনে,
ফুরিয়ে যাচ্ছে, যাচ্ছেই যদি,
কেন বা তাহলে সুর বুনে বুনে!
সুরু হলো সেই লোকটার সব কাঁদা আর হাসা
থামাবে কে তাকে,
যাবেই তো ভেঙে যাবে একদিন পাখিটার বাসা,
উষ্ণতাটুকু যতদিন থাকে।

ক্ষমা করো

ক্ষমা করো। আমি আর এ রোদ্দুর সইতে পারি না,
সমস্ত রাত্রিকে বয়ে অন্ধকার আমার দুচোখে
বেঁধেছে কঠিন বাসা। তারপর কখন জানি না,
আমাকে করেছে বিদ্ধ অপরূপ নির্ভুল শায়কে।

কি আর আনন্দ আছে অকৃত্রিম বুকের বাহিরে;
সারাদিন খুঁজে ফেরা কিছু যেন, কাকে যেন, কাকে—
পৃথিবী ফুরিয়ে গেলে তারপর আকাশের তীরে
যেখানে আলোর পাশে অন্ধকার চুপিসারে থাকে।

ক্ষমা করো। আমি ঐ আকাশের নিষ্ঠুর হাসিতে
স্নান করতে পারবো না। হিতৈষিণী পৃথিবীর বুক
তাপ দিচ্ছে আয়ুবদ্ধ ঘনিষ্ঠ ঘাস আর মাটিতে,
শিশুর শিয়রে আঁকছে আস্তিক বৃদ্ধের মুখ।

আমার শরীর বেয়ে বিষ নামছে অজস্র ধারায়,
আচ্ছন্ন রয়েছে গাঢ় রজনীর অমৃত যন্ত্রণা,
পরমাণু গান গাইছে অনাহত অজ্ঞাত ভাষায়,
ক্ষমা করো, আমি ওই দুঃসহ রোদ্দুরে যাবো না।

একটি জোনাকির মৃত্যু

কোনপথে ঢুকেছিল এই অন্ধকার কারাগারে,
কোনদিকে? চারিদিকে দেয়ালের বধির পাহারা,
আলোক-সন্ধানী কোনো জানলা নেই চোখের সম্মুখে,
কেবল সহিষ্ণু এক চেয়ার ও কাঠের টেবিলে
ফুলদানি—কয়েকটি করুণ ফুলের মৃতদেহ,
আবছা দু'একটি ছবি দেয়ালে, আহূত আত্মারা।

কোনপথে ঢুকেছিল, ভেবেছিল পথ করে দেবে;
তোমরা অন্ধ তাই অন্ধকার এতোই জোরালো।
বাইরে অজস্র ঢেউ, জ্যোৎস্নার সমুদ্রে জোয়ার,
অকুণ্ঠ হাওয়ারা এসে ফিরে যায়, রাত্রির শরীর
কারাগারে, সকলেই ফিরে যাও, বধির দেয়াল।

কোনো স্মৃতি আসবে না, কোনো ঢেউ, হাওয়া—
প্রতিটি দেয়ালে ঘুরে নিষ্ফল লজ্জায়
প্রাণ হয়ে প্রাণহীন পরাজয় নিয়ে
ফিরে যাবে ভেবেছিল। ওদিকে আমার শব নিয়ে
ছিনিমিনি খেলেছিল যে তার লোমশ হাতখানা
অকস্মাৎ প্রসারিত .কিছু আর্ত আলো...সব স্থির...
আবার সে অন্ধকার...শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গেল একদা সে আলোর শরীর।

আর একটি ভোর হলে

আর একটি ভোর হলে গান গাইবো তোমাদের মাঝে।
আপাতত প্রাজ্ঞ সব প্যাঁচাদের মুক্ত শীৎকারে
অন্ধকার আন্দোলিত। অসহায় চাঁদ
আলোর আঁচলে তার নগ্ন বুক ঢাকে।
কতোবার ভেবেছি যে ফিরে যাবো কোনো পথ দিয়ে,
সে দেশ দেখিনি আমি, সে দেশ স্বপ্নের মতো আজ
কিছুটা স্মৃতিতে তার কিছু আরোপিত কল্পনায়
আলোর আবেশ নিয়ে কতদূরে আজো জেগে আছে।

আর এ শহর জুড়ে উচ্চশির গর্বিত প্রাসাদ,
পথ কোথা খুঁজে পাবো, অগণন পথের জটিলে
সহসা হারায় পথ। চোখে পড়ে স্তিমিত আলোয়
বিবস্ত্রা নারীর মতো পড়ে আছে হৃদয়ের দেহ,
কারা যেন ঘোরে ফেরে ব্যস্ততায়, বুকের লোহায়
সব কিছু পিষে দ'লে সহজ উল্লাসে
স্তব্ধ করে স্তব্ধ করে চোখের স্বচ্ছতা,
এবং লজ্জিত চাঁদ-গাছ-পালা-সমুদ্র-আকাশ।

প্রকৃষ্ট কঙ্কাল যতো ভিড় করে ভীরু রিক্ততায়,
স্বরগুলি নিঃস্ব হয়ে উচ্চারিত ভঙ্গুর হাসিতে,
কোথায় লুকিয়ে আছে নরনারী নন্দিত নিঃশ্বাসে,
কোথায় হারায় সব গাঢ় আন্দোলিত অন্ধকারে।
এ শহর ভেঙে গেলে অলক্ত আকাশে
সহাসা বাতাস এসে মুছে দিলে গন্ধ আঁধারের
আবার স্ফুরিত হবে গান সেই স্বচ্ছতায় আলোর প্রবাহে।

অমোঘ কুয়াশা

আমি কিছু আলো চাই, কিছু আলো, হাওয়ার প্রসাদ
আমি আর দেখবো না স্বপ্নের রঙীন তামাসা,
বরং দুহাতে ছিঁড়বো অলস সুশ্রী ফুলগুলি,
রঙীন রঙীন ফুল—নিদারুণ গভীর কুয়াশা।

ঘুমের শয্যায় বুঝি ছিল এক নারীর শরীর,
কে আমাকে বলেছিল কেমন উত্তাল উষ্ণ আহা,
আমাকে করেছে শিশু নিদারুণ গভীর কুয়াশা,
দুহাতে নিয়েছি জ্বালা তীক্ষ্ণতার করুণ আক্ষেপে।

অন্ধকার যাদুকর কোন এক অবশ মেজাজে
গভীর গুহার মুখ খুলেছিল, অসম্ভব ঢাকা!—
স্বপ্নের গন্ধ ছিল, নানা রঙে রঙীন ফুলেরা......
তারপর কিছু নেই, শুধু এক অমোঘ কুয়াশা।

আমার শহর আনো, বাড়ি-ঘর, রাস্তায় স্রোত,
প্রদাহী সূর্যের রোদ, ছাদে ছাদে অন্বেষায় কাক,
মাইল মাইল দীর্ঘ অমল দৃষ্টি চলে ছুটে,
মানুষের কণ্ঠস্বরে মধু আছে ফুলের চেয়েও।

ভালোবাসা

আমি তোকে ভালবাসা দিয়ে দিয়ে শেষ হয়ে গেছি,
কি করবি আমাকে নিয়ে হতবুদ্ধি, এখন বরং
খুঁজে নে কাউকে আর যে তোর জীবনে
রৌদ্রছায়ায় খেলবে অবিকল আগের মতন।

অমরতা অভিধানে কিংবা কোনো কল্পিত স্বর্গের।
সনাতন বেঁচে থাকা, ভালোবাসা কাচের প্রতিমা,
স্বল্পবিত্ত হৃদয়ের প্রাণীকুল তৃপ্ত হলে পরে
ভুলে যায় তীব্রদাহ ক্ষুধার চেতনা।

তুইও ক্লান্ত হলি প্রথাগত সহজ নিয়মে,
ক্লান্তি বুঝি পরিণাম, ছুটে চলা সেই একই দিকে :
তবু তুই শরীরিনী, সহবাসী দ্বিতীয় সত্ত্বায়
উন্মোচিত হবি, আমি ভীতশ্বাস কুণ্ঠিত কারায়।

নিরবধি নিয়মেরা মৃত্যুর মতন; মুক্ত হবো
সব কিছু ভাঙে যদি, কিছু যদি ভেঙে যায়।

অশান্তি

শান্ত হতে পারি না। আমাকে
ঝড়ের ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত করেছে বুঝি কেউ,
এমন প্রশান্ত নীলে কে আমাকে বারে বারে রাখে,
কে আমার নদী থেকে মুছে দেয় সমুত্তাল ঢেউ।

মাঝে মাঝে মনে হয় এতো বেশী অন্ধকার, এতো বেশী অন্ধকারে আলো
অকস্মাৎ এসে পড়লে কি করে সইবো আগমন,
অথচ প্রথার দাস, স্বাগত জানাই যদি ভালো,
নইলে ব্যর্থ হবে সবটুকু বীর প্রজনন।

পরিচিত নানা মুখ, অনিশ্চিত অসংখ্যের ভীড়ে
মিশে যাওয়া সোজা, তবে এই জনান্তিকে
কোথায় হারাবো, এই লজ্জাহীন রক্তের গভীরে
যদি একটু স্পর্শ পাই, যদি কোনোদিকে।

অন্যথায় ভেসে যাবো নিস্তরঙ্গ নদীটির স্রোতে .
অন্ধকারে অন্ধকারে অন্ধকার সুড়ঙ্গের পথে।

অন্ধকারে

অন্ধকারে বাড়াই হাত কোন্ সে যাদুকর
ছলনা করে ফিরিয়ে দেয় হাত,
পাবো না তবে পাবো না সেই দীপ্ত প্রভাকব--
এই স্তব্ধ কঠিন বাত।

ঝড়ের মেঘে মেঘেব ঝড়ে বিদ্যুতেরই বিষ
কণ্ঠে শুধুই জ্বলে।
কে গান করে ? গান নয়তো, হু হু হাওয়ার শিস্
প্রতিধ্বনি তোলে।

সমস্ত ঘর দুলছে জোরে ঝড়ের চাবুক খেয়ে—
উচ্ছ্বাস আর শোক—
একটু আলো, হঠাৎ আলো অন্ধকারে চেয়ে
বন্ধ করে চোখ।

নিভলো প্রদীপ, মর্মুর্ষু দীপ আর যাবে না জ্বালা,
মেঘে-ঝড়ে-মনে-ঘরে গাঁথতে পারি মালা।

সব কিছু গভীর ইন্দ্রিয়ে

সব কিছু চলে যায় গভীর ইন্দ্রিয়ে।

সঘন ঝঙ্কার সব অশব্দ উচ্চারে
একত্রে শায়িত,
যেন সব পাশাপাশি
মৃত্যুরা তন্ময়তায়,
চারিদিকে জীবনেরা খেলা করে মাছের মতন;
স্ফুরিত অন্বয়ে কিন্তু যে কোনোটি শব হতে পারে,
তারপর প্রাণের মহিমা।

একটি সুর তোলো তবে,
অনেক মৃত্যুর দলে সে এক প্রবাহ
সুষম ভঙ্গীতে বয়ে যাক ঃ
দেখি এক প্রবাহিত
অভাবিত জীবনের
আরব্ধ শরীর।

নীড়ে আমি নারী

নিয়ত নিশ্চিন্ত আমি। মাথার উপরে
সুদৃঢ় সমর্থ ছাদ, চারিদিকে সতর্ক প্রহরা
দেয়ালের, সুন্দর সাজানো পরিপাটি
এ আমার ঘর। আমি ঘরে ফিরে রোজ
কি শান্তিতে চোখ বুঁজি, ক্লান্তির আরামে।
আমি বড় তৃপ্ত, আমি আমার নারীকে
অনেক প্রসারে পাই, প্রযত্ন-প্রয়াসে
গভীরে নিঃশেষ হয় সে আমার কাছে,
উরুর উত্তাপ মেশে পরিপূর্ণ হৃদয়ের ঘ্রাণে।
নিটোল নিশ্চিন্ত থাকি—নীড়ে আমি নারী।
অথচ যখন রাতে সমস্ত শরীরে
নারীকে জড়াই দক্ষ সাপুড়ের মতো—
এবং উপরে ছাদ, চারিদিকে বিশ্বাসী দেয়াল,
অকস্মাৎ শুনি রোজ দূর থেকে দূরে, আরো দূরে
কোথায় ট্রেনের বাঁশী বেজে ওঠে অন্ধকার চিড়ে—
চলন্ত রেখার মতো স্পষ্ট থেকে ক্ষীণ,
ক্ষীণতর, সব শেষে দিগন্তকে ছিঁড়ে
ভোরের স্বপ্নের মতো কোথায় মিলায়।

নির্বেদ

আমাকে অকস্মাৎ উদ্ভাসিত করেছিল তোমার সৌষ্ঠব,
ভেবেছিলাম আদিগন্ত মাঠ হয়ে ঘুমিয়ে থাকবো আকাশের নীচে,
ভোরের পায়ের শব্দ যেখানে প্রথম জাগে, সারাদিন দিন হেঁটে যায়,
তারপর রাত্রি আসে অলস চরণে।

আমাকে অকস্মাৎ উচ্ছ্রিত করেছিল তোমার ছন্দেরা,
মাংসল সৌগন্ধে বুঝি ভালো ছিল প্রাণিক স্ফুরণ,
কে জানতো এমন করে এমন উত্তাপে ঋদ্ধ হবো,
এমন একক হবো, জনবের পৃথিবী সুস্থ মানুষের পদশব্দহীন,
নির্জনতা জেগে থাকবে স্বার্থপর ভীরু মগ্নতায়,
আর সব অন্ধকারে নক্ষত্রের বন্ধ্যা সমাহারে।

অথচ কেই বা জানতো কবে এক দ্বার খুলে যাবে;
উঁচু নীচু লোভ ছিঁড়ে চলে যাবো গুপ্ত সমতলে,
অবিকল্প অস্থিতে স্থির পরিচয়ে—
তোমার সম্মুখে আমি আযৌবন শুধু এক সমর্থ দর্পণ।

আমাকে আকস্মাৎ মাঠের [illegible] দিয়ে ভরে দিলো তোমার কঙ্কাল।

ঐ পাহাড়ে

আমি ঐ পাহাড়ে যাবো যেখানে আকাশ
সরল দর্পণ পাতে, কার অন্বেষণে
অসংখ্য মেঘের বেলা, অরণ্যের শ্বাস
বুকের আরাম খোঁজে অনড় নির্জনে।

সুঠাম স্তনের মতো ক্রমশ উচ্চতা—
রহস্যের পাহাড় ঐ, নারীর হৃদয়,
কে আমাকে নিয়ে যাবে, কে দিয়েছে কথা?
তুমি কিংবা তুমি কিংবা তুমি মনে হয়।

খণ্ড খণ্ড সময়ের নিপুণ মুখের
ভঙ্গী দেখি, প্রত্যেকেই চুপ করে আছে,
প্রত্যেকে চতুর হয়ে যন্ত্রণা-সুখের
আশ্চর্য দোহাই দেয় হৃদয়ের কাছে।

আমি ঐ পাহাড়ে যাবো, মসৃণ বধির,
আকাশের-আঁধারের-আলোর পাহাড়,
ক্লান্ত যতো পাখীদের নীড়ের গভীর
সান্ত্বনা দেবেই বলো কিছু উষ্ণতার।

কে তোমরা নিয়ে যাবে, কে? আমার ভিতর
এসে দ্যাখো আমি কতো সুখী, কতো জড়।

পূর্ণিমা

মেঘে মেঘে ছড়িয়ে থাকে ভাবনারা,
স্মৃতির মতো নরম চাঁদের বন্যাতে
হৃদয় ডোবে, হৃদয় ভাসে, স্বপ্ন হয়—
একটু সোনা একটু নীলে রাত মাতে।

দূরান্তরের শব্দ আসে, গাছের সার
হঠাৎ নড়ে, নিঃশ্বসিত পত্রালি।
বালির গায়ে পিছলে পড়ে দুধ-গরদ,
ঘাসের-পাতার-ধুলোর ঘ্রাণের বর্ণালি।

দিগন্তকে টানলে কাছে সুদূর হয়,
শব্দ দোলায় শব্দ দোলায় মুহূর্ত,
হৃদয় ছড়ায়, বাতাস ওড়ায় গন্ধ তার,
একটি বিশাল হৃদয়ে সে বিমূর্ত।

জ্ঞান হারালো ধ্যান হারালো বর্তমান :
কে যে কোথায় স্বর্গ খুঁজে পাগল হয়,
আলোর গন্ধে স্নিগ্ধ ঊষর যন্ত্রণা,
প্লাবন আনে উজ্জীবিত সমন্বয়।

সময় হাঁটে, আসবে হঠাৎ শেষচূড়া,
এবং প্রাতে জুটবে অমোঘ মৃত্যুরা।

এখন পায়ের নীচে

আমি কিন্তু তাও পারি তোমার প্রতিটি অঙ্গেতে
ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিতে কিংবা কোনো বিষের জ্বালায়
অস্থির হয়ে উঠতে কিংবা ঐ পথে যেতে যেতে
অন্তিম গ্রহণ করতে অভাবিত পাপের গুহায়।

পথে যেতে যেতে রোজ ঘরে ফিরে আসি।
প্রশ্ন করতে পারো, একটু বা হেলাভরে হেসে
পথেই চরম যদি ঘর কেন এতো ভালবাসি :
আত্মরতি, হয়তো নিষ্ঠা, হয়তো প্রেমই শেষে।

আসলে অমৃত সবই, কিংবা বিষ। আমি
আমাদের দুজনের প্রথামত অকুন্ঠিত প্রেমে
আকণ্ঠ মজেছি তাই পথে যেতে থামি,
ঘর দেখি, আলো জ্বালি, পথে যাই নেমে।

ভাবিনি, ভাবিনা এই আয়োজিত সময়ের পর,
এখন পায়ের নীচে যন্ত্রণার নীরেট পাথর।

কুয়াশার বিশাল শরীর

দু'টি ফুল ঝরে গেল। চারিদিকে কঠিন কুয়াশা,
অজানা ভয়ের মতো, সমস্ত বাগান
যেন কোনো ঈশ্বরের পূজারিণী হতে
চেয়ে নিষ্ফল হলো অপূর্ণ উপচার নিয়ে :
শোনা গেছে মন্দিরে নিয়মিত ঈশ্বর আসেন,
অরব চরণ ফেলে।

সূর্যোদয়ে ঘণ্টা বেজে ওঠে :
সারাপথ জুড়ে শুয়ে সঘন কুয়াশা ;
ইতিমধ্যে আরো দুটি কুঁড়ি ফুটলো বাগানের বুকে-
এখনো পড়েনি চোখে কুয়াশার বিশাল শরীর।

আরেক আঁধারে

এখন আঁধার ঝরে
সায়াহ্নের অবসিত দেহে,
শিয়রে জানলার কাছে বুড়ো শিমুলের
চূড়ায় পাখীরা ফিরলো।

সব ফেরে—
প্রেমিক-প্রেমিকা, বৃদ্ধ,বণিকেরা, লম্পট, গণিকা,
প্রেম-ক্ষুধা-কাম নিয়ে তৃপ্ত হলে পরে
আরেক আঁধার খোঁজে,
কারণ তাহারা পাখী নয়।

ঘরে ফিরে সংকীর্ণ দুয়ারে হাত রাখে।
ঘরে সেই পুরানো আগুন,
ঘরে কোনো অন্তরাল নেই।

বাইরে গাছের নীচে অন্ধকার ঘন হয়ে আসে—

আরেক আঁধার যদি পাওয়া যেতো, তবে
পাওয়া যেতো পাখীদের চেয়েও বিশ্রাম।

কার চোখ যেন

কেউ আসছে না,
তবু চেয়ে থাকি
কেউ শুনছে না,
তবু বসে থাকি,
তবু ভালোবাসি...
সব মেঘ যেন,
সব শারদ মেঘ,
শুধু ভেসে চলে,
তবু দূরে দূরে।
শুধু একটি যোগ,
সে তো নীল আকাশ।
তবু আকাশ কি ?
সে তো শূন্যতা।
কেউ আসছে না,
কেউ আসবে না।
কেউ শুনছে না
কেউ শুনবে না।
তবু এই ভাবে
রোজ দিন ফুরায়,
আর রাত আসে
পুরু অন্ধকার।
সেই মগ্নতায়,
সেই নগ্নতায়
দেখি জ্বলছে কি,
কার চোখ যেন;
কার চোখ জ্বলে !
কোনো দেবতা কি !
নাকি দৈত্য সে !

পাতারা কোথায় যায়

পাতারা কোথায় যায়! পাতাদের দেহে
কি এক যন্ত্রণা আছে হাওয়ায় হাওয়ায়
মৃত ইচ্ছারা ভাসে, স্বরচিত স্নেহে
গাছেরা আকাশ ছোঁয় পাতার বিভায়।

কে এই প্রদীপ জ্বালে, বারে বারে জ্বালে—
আলোর ছলনাটুকু অন্ধকার জানে,
অন্ধকার সব জানে : ঝড়ের আড়ালে
কে আর গিয়েছে মাঠে পাতার সন্ধানে।

কে ওই সূর্যকে ডাকে, বারে বারে ডাকে
সকাল, বিকেল আর যৌবন গড়ায়......
ঝড়ের সংকেতটুকু কে বা মনে রাখে,
জানে না অচ্ছায় গাছ পাতারা কোথায়।

পাতারা কোথায় যায়! পাতাদের দেহে
যন্ত্রণা বিলীন আছে গাছেদের স্নেহে।

কিছু যদি জানতাম

কিছু যদি জানতাম। মাঝে মাঝে অভাবিত আনন্দ পেয়েছি
সংসারের সুদৃশ্য প্রচ্ছদে
প্রত্যহই নিপুণ শিল্পীরা
রেখে যাচ্ছে সুকৌশলে দক্ষতার ছাপ
নানান রঙের ব্যবহারে।
চিত্রার্পিত হয়ে হাত বাড়িয়েছি।
হঠাৎ কখন
হাতের মুঠোয় লাল গোলাপী হয়েছে,
গাঢ় নীল ফিকে হয়ে গেছে।
সেই হাতে অদ্ভুত বেদনা
সায়াহ্নের ছায়া পড়লে সংগ্রহ করেছি।
আকাশের দিকে চেয়ে দেখেছি পাখীরা,
জানা শোনা প্রেমিক পাখীরা,
উদাসীন চলে যাচ্ছে, কোথায় কে জানে......

সায়াহ্ন গভীর হলে প্রতীক্ষায় প্রবীন স্তব্ধতা,
রাত্রি নেমে আসে।
রাত্রি চলে গেলে
আবার কাদের মুখ ভেসে উঠবে প্রধান দর্পণে,
কে কোথায় চলে যাবে, কে কোথায়।

আর কোনো পথ নেই।
কিছু যদি জানতাম আগে—
সব পাখী চলে যায়, সব রঙ
পাখীর ডানায় ভালোবাসা।

সে ই গো লা প

আমি সেই গোলাপটি ফিরে চাই,
যার মৃতদেহ
ছড়ানো রয়েছে।

ভেবেছিলাম উজ্জ্বল এক উদ্যান করবো।
আকাশের নীচে, কখনো মেঘের চিন্তা নিয়ে।
অকুণ্ঠ সমুদ্র দুলবে ঢেউয়ের সুস্থ রঙে রঙে—
ভেবেছিলাম।

অবসাদ বড় অসাময়িক, সূর্য পরাজিত।
অথচ সেই গোলাপ পেলাম না খুঁজে,
তার মৃতদেহ প্রত্যহই দেখি।
কোনো সুগন্ধের সুস্থ সমুদ্র দোলে না,
অবিশ্বাসী বালির উষ্ণতা সারাদিন।

ভেবেছিলাম উজ্জ্বল এক উদ্যান গড়বো—
ভেবেছিলাম।

তোমার মুখ

শিল্পীরা অক্ষম হয়, প্রাসঙ্গিক তুলির মূর্চ্ছনা
শেষ গ্রামে উঠে গেলে যেন এক ধূসরতা নামে
সমস্ত চেতনা ঘিরে, স্তব্ধ সব স্বর।

চিত্রিত সূর্যের শ্লথ অনুষ্ণ প্রভাবে
সকাল নিখোঁজ, দীপ্র দ্বিপ্রহর, লাজুক গোধূলি—
অরব রঙেরা যতো নত এক ব্যর্থ প্রার্থনায়।

স্মৃতি তবে শিল্পী হয়! পরাহত তুলির আঙুলে
শেষ সীমা এঁকে দিয়ে সেও কি প্রায়শ
সমর্পিত হয় এক ধূসর বিলীন যন্ত্রণায়!

আমাকে বিমুক্ত করো। সমর্পণে নির্বাণের স্বাদ :
জ্বলুক তোমার মুখ সূর্য হয়ে শিল্পের বাহিরে।

এখন রাত

এখন সেই রাত ফোটে দিকমূলে—
ক্ষতি কি যদি ধরিই হাত মগ্নতায়,
যদি বা ধীর গন্ধ ছুঁই মিশ্ চুলে,
মৃত্যু নেই, মৃত্যু সেই বঞ্চনায়।

তমিস্রায় স্বর্গ পায় কোন্ নাবিক
সমুদ্রের চুম্বনের নীল বিষে,
কোন্ আলো রাত্রি হয়, দুর্নিরিখ
দুই তারার বিস্ময়ে যায় মিশে।

স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন এসো আকাশকে
গান শোনাও, ঘুম পাড়াও—নীলপরী,
তুই ঘুমো, ঐ বুড়ো বাতাস যে
ছিঁড়তে চায়, ছিঁড়তে চায় মঞ্জরী।

কখন যে শেষ হলো সব কথার;
সব কথা ফল্গু যে বুকটাতে,
ঘুম ভালো কারণ মন লিপ্ততার,
নরম ঘাস সব মাটির তন্দ্রাতে।

ঝরবে ফুল ঝরবে আর সঘন চুল,
আকাশ লুঠ করবে কোন্ তস্করই;
একটু তাই গন্ধ ছুঁই সুনির্ভুল,
এখন রাত, এখন রাত মঞ্জরী।

চিন্তার আড়ালে

অবশ্য অনেক চিন্তা রয়েছে এখনো, ওই আহত ছায়ায়
রৌদ্রের ছুরিকা বিদ্ধ; আর্ত ওই ছায়ার কান্নাকে
উপলব্ধি করতে পারি তবুও, যেমন কোনো নির্মম রাত্রিতে
অনুভবে নিয়ে আসি কোনো এক অশ্রুত গানের মহিমাকে।
এর কোনো অর্থ নেই, মাঝে মাঝে খণ্ড পৃথিবীতে
ভীষণ ক্লান্তি আসে, মনে হয় ছায়ার শরীরে
আমার স্পন্দন আছে, সহবাসী আমাদের মন,
অরক্ত শিরায় কাঁপে ম্রিয়মান ভীরু উত্তেজনা।
তবুও তো চিন্তা করি, নানা চিন্তা হৃদয় পোড়ায়—
তার মাঝে প্রায়শই মনে হয় ছায়ার গভীরে
চিন্তার আড়ালে বুঝি রয়ে গেছে আরেক হৃদয়।

যন্ত্রণার ওপারে

যন্ত্রণার ওপারে কে আছো!
সারাদিন ঘুরে ঘুরে বড় ক্লান্ত আমি,
ইচ্ছার পাথরে মাথা খুঁড়ি।
এই ঘর, ঘরের ব্যসনে,
এই মন. মনের বিভবে
আমাকে প্রযুক্ত রাখে সারাক্ষণ পাছে আমি যাই
অথচ বোঝে না কেউ
প্রত্যেকটি সুখ আর শিহরের শেষে
সেই অনুভব—
মৃতা স্ত্রী-র মুখের মতন।
যেখানেই থাকি দুই হাতে
জীবনের নানা অঙ্গ ছুঁয়ে
দেখি সব নারীর অঙ্গের মতো নয়,
অথচ কোথায় পাবো সেই চোখ
কামার্তের মতো।
এই ঘর. পরিপাটি ঘর,
গানের মতন কথা, স্পর্শ, স্মৃতি, অনুষঙ্গ, মুখ
পরিচিত হয়ে হয়ে আমাকে শিশুর মতো চায়,
অথচ কোথায় সেই শৈশব স্বীকৃতি।
কেননা জেনেছি আমি এই সব প্রমিত বোধের
শেষে সেই এক অনুভব—
ধূসর-অগম।
তাই আমি দুহাত বাড়াই,
একটু স্পর্শ পাবো, একটুকু সাড়া পাবো ব'লে :
হয়তো যন্ত্রণা
তোমারি দু'হাতে বন্ধ দ্বার।

জানি না ভালোবাসা

জানিনা কতদূরে রয়েছ তুমি আজ সেখানে যেতে আমি পারবো কি,
আকাশে ইদানীং বিশেষ কিছু নেই রঙের ঝিলিমিলি আল্পনা
তাহলে দুইচোখে গাছের মগ্নতা শিশুর ঘুম আমি কাড়বো কি,
অন্ধকারে কতো নীরব থাকা যায়, কি আর ভাষা দেয় কল্পনা।

আমার কিছু নেই ছিল না কোনোদিন, শুধু এ পৃথিবীর নিত্যতা
নিয়েছি দুইহাতে যেমন আজো নিই বুকের নিঃশ্বাস অহরহ,
অর্থহীন লাগে সমর্পিত সব বিফল অকারণ লিপ্ততা;
বুঝিনি শূন্যতা এমন ধারালো যে, রক্তে ভেসে যাই কি অসহ।

স্বপ্নগুলি সেই ঝরাপাতার মতো কেবলি ঝরে যায় অজান্তে......
আমার পৌরুষ ক্ষুণ্ণ বলে যারা চেনেনি যৌবন আজো তারা।
চিনেছি যৌবন, চিনিনি ভালোবাসা, পাবো কি জীবনের নিশান্তে;
এখন ঘনঘোর অন্ধকারে ধু ধু অন্ধকার শুধু তোলে সাড়া।

বুঝি অপরিমিত অভর ব্যবধান রয়েছে পৃথিবীর বুক জুড়ে,
জানিনা ভালোবাসা আলো দেখায় কিনা, নাকি সে আঁধারেই দেয় ছুঁড়ে।

মুখের আড়ালে

মাঝে মাঝে ছায়া পড়ে—কতো ছায়া—হলুদ দর্পণে,
স্তব্ধ হয়ে স্তব্ধ হয়ে স্তব্ধ স্তব্ধ হয়ে
গলিত কুয়াশা যেন, অদৃশ্য স্বপ্নের মতো হয়ে।
আমার চোখের নীচে জমাট রক্তের মতো সব
নিহত-কণিকা, তবু আভাসিত রক্তের চেতনা,
এবং রক্তেই জীবনেরা।
তাই এতো রোমাঞ্চিত স্থিতচক্ষু থাকি।
যেন বন্ধু স্বদেশে ফিরেছে,
যেন নারী শুনতে পেলো একজন ব্যবহৃত প্রেমিকের কথা;
এবং স্মৃতির ভাঁড় ফুটো হয়ে গেলে
পুরনো পিঁপড়ের মতো তারা
ছড়ায়, ছড়িয়ে যায়, চতুর্দিকে ছোটে।
অসম্ভব প্রেম ফোটে বিষণ্ন শাখায়
বিষণ্ন শাখারা দোলে অপ্রস্তুত মনের মতন,
স্বেদবিন্দু-অনুভূতি পুরাতন পুরাতন হয়ে
অদ্ভুত হৃদয় এনে পরিচিত হতে থাকে, হয়।
কেন না আড়ালে
এই সব মুখের আড়ালে এক পুলকিত প্রাচীন বিষাদ।

কেউ তো নেই

কেউ তো নেই। কাকে ডাকবো জানলা খুলে,
ধু ধু করছে শ্রান্ত শিথিল মাঠের শরীর,
রোদ কাঁপছে হাওয়ার ঢেউয়ে ফুলে ফুলে,
অবিশ্বাসী সময় গভীর।

নিঝুম বাড়ী : ভাসছে, বুঝি ভেসেই গেল—
নিঃস্ব স্রোতে দুলছি আমি, কোথায় যাবো,
দুহাত আছে, এলোমেলো
শরীরটা কার ছায়ায় রেখে চোখ মেলাবো।

সাড়া দেয় না। দেবে না কেউ—দূরের মাঠে
গড়ায় আলো, আকাশ ছোঁবে;
একলা হাঁটে
কেউ কি? না তো—সূর্য ডোবে।

একলা বাড়ী, অশথগাছটা, একলা আমি—
আসবে না কেউ অন্ধ ঘরে কলরবে,
শব্দ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠি নামি :
হাজার হাজার বছর ধরে
অন্ধ ঘরে বন্ধ ঘরে
বাঁচতে হবে।

সেই সব ক্ষতগুলি

সেই সব ক্ষতগুলি যা আছে গোপনে রক্ষিত
দেখাতে পারি কি তোমাদের,
এইবার ?
আমি নিজে কোনোদিন কোনো
দর্পণে দেখিনি মুখ,
বুক কিংবা শরীরের লোভ,
বিনষ্ট ফুলের তোড়া শোকবাহী শুধু,
বরং কাগজ-ফুলে প্রস্ফুটিত কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা।
ভয়ংকর জ্বালা, যেন আগুনের অন্ত্রে ঘূর্ণমান
একক বীজাণু। আর তোমাদের শোভন স্তব্ধতা।
আমি তাই দূরে গিয়ে বহুবার চেয়েছি জুড়োতে,
মাঠে-জলে-পথে-গাছে-আকাশে-নির্জনে
পেয়েছি সে হাওয়ার শুশ্রূষা।
আবার দেখেছি স্তব্ধ তোমাদের স্বাস্থ্যের মুখোস,
অন্তরালে বিকৃত মুখের প্রতিচ্ছায়া,
গোপনে রক্ষিত ক্ষতমুখগুলি বীভৎসায় স্ফীত;
অশ্লীল, বাচাল।
প্রবীন জটলা ভাঙো, ভেঙে ফেলো শব্দের সন্তোষ,
চলে যাও যে যেখানে পারো
মসৃণ সাপের মতো।
স্তব্ধতার প্রচ্ছদের চেয়ে শূন্যতা অনেক গুণে ভালো।

যদি ফোটে রক্তের কুসুম

এখানে রেখো না ওই ফুল—
আহা ও যে প্রখর বাতাসে
ম্রিয়মান, ঝরে যাবে, তুমি ওকে ফোটাতে পারো কি ?
তার চেয়ে পারো যদি দিয়ে এসো ওকে
আবার স্নেহের ডালে পাতার বিশ্বাসী বিছানায়।

না না কোনো গান নয়, গান কোরো নাকো—
কেননা সুরের কিছু সতীত্ব রয়েছে,
তুমি তার বিনাশ চেয়ো না।

সবই যদি বিষ হয় তাহলে, তাহলে !

তার চেয়ে ক্লান্তিকে ডাকো না
ক্লান্তির সুড়ঙ্গপথে ডাকো না ধ্বংসকে

ক্লান্তির ধ্বংসের আপ্ত ব্যবহারে
যদি ফোটে রক্তের কুসুম,
যদি বাজে রক্তের সঙ্গীত।

ব্যর্থ

আর কি দিতে পারো ক্ষয়েছ বহুদিন, বুকে
একদা রেখেছিলে নিয়ত নির্ঝর কতো
অন্ধকারে শুধু হেঁটেছ, হেঁটেছ ও মুখে
মেখেছ ঝঞ্ঝাকে শান্ত আকাশের মতো।

নদীতে ফোটে কতো জলের ইচ্ছারা, তারা
সাগর-মোহনায় মূর্ত অবিরত কালে,
বৃক্ষ প্রকাশিত আলোর মহিমায়, যারা
স্বপ্ন-বঞ্চিত জীবনে যন্ত্রণা জ্বালে।

তুমি তো কোনোদিন বৃক্ষ নদী নও, তুমি
আকাশ থেকে দূরে সাগর থেকে দূরে, তাই
আলোর আস্বাদে জলের গন্ধেতে ভূমি
শত প্রতিশ্রুতি পেয়েও ভরে ওঠে নাই।

সকল সমাহিতি ব্যর্থ হয়ে গেছে কিনা
জানতে চেয়ে শুধু জেনেছ স্বার্থই জমা......
তাহলে দিয়ে যাও হৃদয় খুঁড়ে খুঁড়ে ঘৃণা,
হৃদয় থেকে যদি ফুরিয়ে গিয়ে থাকে ক্ষমা।

হাওয়ার বিকেলে

সূর্য চলে যাবে......
পাখীদের নীড়ের পিপাসা
একাকার গাছেদের ধূসর নিঝুমে
সূর্যের অক্ষম ভালোবাসা।

শিল্পীর টানের মতো দুটি ক্লান্ত কাক
পশ্চিমের দিকে ভেসে চলে,
যেন ঠিক সূর্যের ভিতর
প্রেম আছে বলে।

কিছু কাশ শ্রান্ত অবকাশ
শেষ করে আনত চিবুকে
কুণ্ঠায় দাঁড়িয়ে
ও ভঙ্গী দেখেছি কোন্ মুখে।

ক্রমশ আকাশে
গাঢ় রক্তের মূর্চ্ছনা—
কার মুখ ভেসে ওঠে, কার ?
কোন প্রেম, ত্যাগ, প্রতারণা ?

সে আমার আত্মা কিনা, আমার হৃদয়টুকু কিনা
জানি না, বুঝি না।
শুধু জানি সূর্য চলে যাবে
আয়ত রাত্রির চোখে অশ্রুকে ঝরাবে।

সূর্য যাবে কি নিয়ে কি ফেলে,
ঝরে পড়া হাওয়ার বিকেলে।

সায়াহ্ন

ক্লান্ত হলো হাওয়া এই সায়াহ্নের স্তম্ভিত আলোয়-
কারা বুঝি গল্প করে জীবনের-প্রেমের-সত্যের,
অনেক আলোক ছিল, নারীদের অনির্বাণ কাম;
কারা যেন রেখালগ্ন কয়েকটি অমোঘ বৃত্তের।

ক্লান্ত হলো হাওয়া, এই সায়াহ্নের অবসিত হাওয়া...
কার ছবি শব্দহীন এঁকেছে রক্তাক্ত সমতলে,
জয়ী হতে পারিনিকো যদিও বা মূলত সৈনিক,
রিক্ত তলোয়ার হাতে ফিরতে হবে এবার তাহলে।

ক্লান্ত হলো হাওয়া, এই সায়াহ্নের অবসিত হাওয়া...
কয়েকটি বিষণ্ণ হাত অন্ধকার রক্তের গভীর
ছুঁয়ে দেখে তারপর আপন হৃদয় ঋজু করে,
কারণ ছায়ারা আছে এখনো যে প্রতীক্ষায় স্থির।

আমি অমল আঁধারে

আমি কোনদিন এই ক্লান্ত গোধূলির
অমল আঁধারে মিশে যাবো।

বুকের মধ্যে সেই বৃদ্ধ বৃক্ষটি
ফলপুষ্প মরে যাবে বলে ঐ সূর্যের দিকে
ডালপালা বাড়ায়।

সকালে অকূল রোদে খেলা করে চড়ুই পাখীরা,
খড়কুটো মুখে আনে, মায়া-প্রেম-কাম-ক্ষুধা দিয়ে
বিশ্বাসী আলোয় বাসা বাঁধে।

হে উষ্ণতা, হে আমার ক্লান্তির প্রেমিক,
পৃথিবীতে কতো আলো, কতো......
গর্ভে কতো অমল আঁধার......

অমল আঁধারে গলে দৃঢ়মূল বৃক্ষের শরীর।

আমি একদিন এই ক্লান্ত গোধূলির
অমল আঁধারে মিশে যাবো।

সারারাত জলের আওয়াজ

সারারাত
জলের আওয়াজ শুনি।
জলে
তুহিন স্বপ্নের নানা রঙ
শব্দের তরঙ্গে ঝরে—
ঝরে :
শব্দে-স্বপ্নে-জলে
টুং টাং......
ধ্বনি বাজে সারারাত ধরে৹
সারারাত ধরে ধ্বনি বাজে,
ধ্বনি বাজে :
জলের আবর্তে চারিদিকে
শব্দ
    স্বপ্ন
        জল।
জল বাজে শব্দ হয়ে
শব্দ কাঁপে স্বপ্নের হৃদয়ে......
আমি
শব্দে
    স্বপ্নে
        জলে—
নির্মম গভীরে
ছিঁড়ে যাই।

কে যে আমায়

কে যে আমায় ডেকে গেল এ আঁধারে—
এ আঁধারে শুধু হাঁটে আমার এ মন...
শুধু হাঁটে, শুধু হাঁটে, অবশ এ মন...

এ কি ভীষণ ধূসরতা—ধূসরতা—
এ গহনে কোথা যাবো কতদূরে,
বুঝি কোথাও পাবে নিবিড় অসহ ঘুম;
ঘন বনে ঘন আঁধার, আরো আঁধার—
নিরজনে কে যে তবু ডেকে গেল,
সে তবে প্রেত? নাকি সে প্রেম? নাকি ব্যথা?
কেন আমায় ছুঁয়ে গেল এ আঁধারে।

আমার এ মন ছিল কোথায় গাঢ় গুহায়,
আমার এ মন যাবে সে কোন্ গাঢ় গুহায়—
কে যে আমায় ডেকে গেল, ছুঁয়ে গেল,
এ আঁধারে আমি এখন......আমি এখন......